হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-৩



আরাফা, মুযদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- মিনায় গমন
- আরাফার ময়দানে অবস্থান
- মুযদালিফায় রাত্রিযাপন
- মুযদালিফার মূল কাজ
- মিনায় প্রত্যাবর্তন
- কুরবানী
- মিনায় অবস্থান
- আরাফায় অবস্থান
- আরাফার দিনের বিশেষ দোয়া ও আমলসমুহ

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

আরাফা, মুযদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়

আরাফা ময়দানে অবস্থান (الوقوف بعرفة)

এটিই হ’ল হজ্জের প্রধান অনুষ্ঠান। এটি পালন না করলে হজ্জ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْحَجُّ عَرَفَةُ। ‘হজ্জ হ’ল আরাফাহ’। ৯ই যিলহাজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা হ’তে ধীরস্থিরভাবে ‘তালবিয়াহ’ পাঠ করতে করতে ১৪.৪ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পূর্বে আরাফা ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হবেন এবং ময়দানের চিহ্নিত সীমানার মধ্যে সুবিধামত স্থানে অবস্থান নিবেন। যেখানে তিনি যোহর হ’তে মাগরিব পর্যন্ত অবস্থান করবেন। আরাফাতে পৌঁছে সূর্য ঢলার পরে ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক হজ্জের সুন্নাতী খুৎবা হয়ে থাকে। যা শোনা জরুরী। অতঃপর যোহর ও আছরের ছালাত এক আযান ও দুই ইক্বামতে ২+২=৪ রাক‘আত জমা ও ক্বছর সহ মূল জামা‘আতের সাথে আদায় করবেন। সম্ভব না হ’লে নিজেরা পৃথক জামা‘আতে নিজ নিজ তাঁবুতে জমা ও ক্বছর করবেন।

আরাফাতের ময়দানে পৌঁছে হৃদয়ের গভীরে ফেলে আসা স্মৃতিচারণ করতে হবে যে, এ ময়দানেই একদিন আমরা মানবজাতি আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সম্মুখে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আপনিই আমাদের প্রতিপালক। যাকে ‘আহেদ আলাস্ত্ত’ বলা হয়। অতএব সার্বিক জীবনে আমরা আল্লাহরই দাসত্ব করব এবং শয়তানের দাসত্ব থেকে বিরত থাকব। এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এখানে অবস্থানকালে সর্বদা দো‘আ-দরূদ ও তাসবীহ-তেলাওয়াতে রত

থাকবেন এবং ক্বিবলামুখী হ'য়ে দু'হাত ঊর্ধ্বে তুলে আল্লাহর নিকটে কায়মনোচিত্তে প্রার্থনায় রত থাকবেন। যেন আল্লাহ তাকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তদাসদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আরাফার দিন আল্লাহ সর্বাধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দান করে থাকেন এবং তিনি নিকটবর্তী হন ও ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেন, দেখ ওরা কি চায়? (মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি নিম্ন আকাশে নেমে আসেন ও ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক আমি ওদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল আরাফার দো'আ...'। আরাফার ময়দানে অবস্থান করে তওবা-ইস্তিগফার, যিকর ও তাসবীহ সহ আল্লাহর নিকটে হৃদয়-মন ঢেলে দো'আ করাটাই হ'ল হজ্জের মূল কাজ। এ সময় ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বিভিন্ন দো'আ পড়বেন ও কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকবেন। আরাফার জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই।

উল্লেখ্য যে, ৯ই যিলহাজ্জ হাজীগণ ছিয়াম পালন করবেন না। তবে যারা হাজী নন, তাদের জন্য আরাফার দিন ছিয়াম পালন করা অত্যন্ত নেকীর কাজ। এতে বিগত এক বছরের ও আগামী এক বছরের গোনাহ মাফ হয়'। এর দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী মুসলিম নর-নারীগণ হজ্জের বিশ্ব সম্মেলনের সাথে

একাত্মতা প্রকাশ করেন। যা মুসলিম ঐক্য ও সংহতির প্রতি গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

৯ই যিলহাজ্জ পূর্বাহ্ন হ'তে ১০ই যিলহাজ্জ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফার ময়দানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই কিংবা ময়দানের উপর দিয়ে হজ্জের নিয়তে হেঁটে গেলেও আরাফায় অবস্থানের ফরয আদায় হয়ে যাবে।

মিনায় গমন (الذهاب إلى منى)

তামাত্তু হজ্জ পালনকারীগণ যিনি ইতিপূর্বে ওমরাহ পালন শেষে ইহরাম খুলে ফেলেছেন ও হালাল হয়ে গেছেন, তিনি ৮ই যিলহাজ্জ সকালে স্বীয় অবস্থানস্থল হ'তে ওযূ-গোসল সেরে সুগন্ধি মেখে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবেন ও নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবেন-

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ حَجًّا

'লাববায়েক আল্লা-হুম্মা হাজ্জান' (হে আল্লাহ! আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে তোমার দরবারে হাযির)। অতঃপর 'তালবিয়াহ' পাঠ করতে করতে কা'বা থেকে প্রায় ৮ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পূর্বে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন ও যোহরের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে যাবেন।

অতঃপর সেখানে রাত্রি যাপন করবেন ও জমা না করে শুধু ক্বছরের সাথে প্রতি ওয়াক্ত ছালাত পৃথক পৃথকভাবে মসজিদে খায়েফে আদায় করবেন। তবে জামা'আতে ইমাম পূর্ণ পড়লে তিনিও পূর্ণ

পড়বেন। ‘ক্বছর’ অর্থ, চার রাক‘আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতগুলি দু’রাক‘আত পড়া। সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত সমূহ পড়তেন না। তবে ফজরের দু’রাক‘আত সুন্নাত ও বিতর ছাড়তেন না। এই সময় সিজদায় ও শেষ বৈঠকে ইচ্ছামত হৃদয় ঢেলে দিয়ে দো‘আ করবেন। তবে রুকু ও সিজদায় কুরআনী দো‘আগুলি পড়বেন না।

উল্লেখ্য যে, মক্কার পরে মিনা হ’ল হাজী ছাহেবদের দ্বিতীয় আবাসস্থল। যেখানে তাঁদেরকে আরাফা ও মুযদালিফা সেরে এসে আইয়ামে তাশরীক্বের তিন দিন কংকর মারার জন্য অবস্থান করতে হয়। ৯ তারিখে হজ্জ সেরে ১০ই যিলহাজ্জ সকালে মিনায় ফিরে কংকর মেরে প্রাথমিক হালাল হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে।

মুযদালিফায় রাত্রিযাপন (المبيت في مزدلفة)

৯ই যিলহাজ্জ সূর্যাস্তের পর আরাফা ময়দান হ’তে ‘তালবিয়াহ’ পাঠ ও তওবা-ইস্তিগফার করতে করতে ধীরে-সুস্থে প্রায় ৯ কিঃমিঃ উত্তর-পশ্চিমে মুযদালিফা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। কোন অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা হওয়া যাবে না। রওয়ানা দিলে পুনরায় ফিরে আসতে হবে ও সূর্যাস্তের পরে যাত্রা করতে হবে। যদি ফিরে না আসেন, তাহ’লে তার উপরে কাফফারা স্বরূপ ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হবে।

মুযদালিফায় পৌঁছে ‘জমা তাখীর’ করবেন। অর্থাৎ মাগরিব পিছিয়ে এশার সাথে জমা করবেন। এক আযান ও দুই এক্বামতে জমা ও ক্বছর অর্থাৎ মাগরিব তিন রাক‘আত ও এশা দু’রাক‘আত জমা করে পড়বেন। যরূরী কোন কারণে জমা ও ক্বছরের মাঝে বিরতি ঘটে গেলে তাতে কোন দোষ নেই। দুই ছালাতের মাঝে বা এশার ছালাতের পরে আর কোন ছালাত নেই। এরপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি এই রাতে বিতর বা তাহাজ্জুদ পড়েননি। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়ে ‘আল-মাশ‘আরুল হারামে’ (অর্থাৎ মুযদালিফা মসজিদে) গিয়ে অথবা নিজ অবস্থানে বসে দীর্ঘক্ষণ ক্বিবলামুখী হয়ে দো‘আ-ইস্তিগফারে রত থাকবেন। তারপর ভালভাবে ফর্সা হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন।

দুর্বল ও মহিলাদের নিয়ে অর্ধরাত্রির পরেও রওয়ানা দেওয়া জায়েয আছে। তার পূর্বে রওয়ানা হওয়া জায়েয নয়। রওয়ানা দিলে ফিরে আসতে হবে। নইলে কাফফারা স্বরূপ ফিদ্ইয়া দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, অর্ধরাত্রির পরে নিয়ত সহকারে মুযদালিফার উপর দিয়ে চলে গেলেও সেখানে অবস্থানের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। মুযদালিফা হ’তে মিনায় রওয়ানা হওয়ার সময় সেখান থেকে অথবা চলার পথে রাস্তার পাশ থেকে ছোলার চেয়ে একটু বড় সাতটি ছোট্ট

পাথর বা কংকর কুড়িয়ে নিবেন। যা মিনায় গিয়ে সকালে জামরাতুল আক্বাবাহ বা ‘বড় জামরায়’ মারার সময় ব্যবহার করবেন।

এ সময় বিশেষ ধরনের কংকর কুড়ানোর জন্য মুযদালিফা পাহাড়ে উঠে টর্চ লাইট মেরে লোকদের যে কঠিন প্রচেষ্টা চালাতে দেখা যায়, সেটা স্রেফ বিদ‘আতী আক্বীদার ফলশ্রুতি মাত্র।

মুযদালিফার মূল কাজ

মাগরিব-এশা একত্রে জমা করার পর ঘুমিয়ে যাওয়া। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়ে ক্বিবলামুখী হয়ে কায়মনোচিত্তে দো‘আয় মশগূল হওয়া। রাতে এই বিশ্রামের কারণ যাতে পরদিন কুরবানী ও কংকর মারার কষ্ট সহজ হয়। আরাফা ময়দানের ন্যায় এখানেও কোন নির্দিষ্ট দো‘আ নেই

মিনায় প্রত্যাবর্তন (الرجوع إلى منى)

১০ই যিলহাজ্জ ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে ‘তালবিয়াহ’ পাঠ করতে করতে রওয়ানা হয়ে মুযদালিফার শেষ প্রান্ত ও মিনার সীমান্তবর্তী ‘মুহাসসির’ উপত্যকায় একটু জোরে চলবেন। অতঃপর প্রায় ৫ কিঃমিঃ উত্তর-পশ্চিমে মিনা পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর প্রথমে ‘জামরাতুল আক্বাবাহ’ যা মক্কার নিকটবর্তী, সেই বড় জামরাকে লক্ষ্য করে মক্কা বাম দিকে ও মিনা ডান দিকে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন। এরপর থেকে

‘তালবিয়াহ’ পাঠ বন্ধ করবেন এবং ইহরাম খুলে হালাল হ’তে পারবেন, যদিও মাথা মুন্ডন ও কুরবানী বাকী থাকে। কোন কারণে পূর্বাহ্নে কংকর নিক্ষেপে ব্যর্থ হ’লে অপরাহ্নে কিংবা সূর্যাস্তের পূর্বে কংকর মারবেন। উল্লেখ্য যে, দুর্বল ও মহিলাগণ যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনায় পৌঁছে যান, তাহ’লে তারা সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। অতঃপর কংকর মারবেন।

প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় ডান হাত উঁচু করে বলবেন, الله اكبر ‘আল্লা-হু আকবর’ (আল্লাহ সবার বড়)। এভাবে সাতবার তাকবীর দিয়ে সাতটি কংকর মারবেন। এই তাকবীর ধ্বনি শয়তানের বিরুদ্ধে মুমিনের পক্ষ থেকে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা এবং ঈদের তাকবীরের ন্যায় ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কংকর হাউজে পড়লেই হবে। পিলারের গায়ে লাগা শর্ত নয়।

অতঃপর তাকবীর ধ্বনির সময় নিয়ত এটাই থাকবে যে, আমি আমার সার্বিক জীবনে শয়তান ও শয়তানী বিধানকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও আল্লাহর বিধানকে ঊর্ধ্বে রাখব। বস্ত্ততঃ হজ্জের পর থেকে আমৃত্যু ত্বাগূতের বিরুদ্ধে আল্লাহর বিধানকে অগ্রাধিকার দেবার সংগ্রামে টিকে থাকতে পারলেই হজ্জ সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

মিনায় পৌঁছেই দুপুরের আগে বা পরে যথাশীঘ্র কংকর মেরে কুরবানী করবেন। অতঃপর পুরুষগণ মাথা মুন্ডন করবেন অথবা সমস্ত চুল খাটো করে ছাঁটবেন। মহিলাগণ কেবল চুলের অগ্রভাগ সামান্য কেটে ফেলবেন। অতঃপর ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবেন ও সাধারণ পোষাক পরিধান করবেন। তবে এটা হবে প্রাথমিক হালাল বা 'তাহাল্লুলে আউয়াল'। এই হালালের ফলে স্ত্রী মিলন ব্যতীত সবকিছু সাধারণ অবস্থার ন্যায় করা যাবে। এরপরই মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করলে পুরা হালাল হওয়া যাবে। এসময় 'রমল' করার প্রয়োজন নেই। 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ'-কে 'ত্বাওয়াফে যিয়ারত'ও বলা হয়। এটি হজ্জের অন্যতম রুকন। যা না করলে হজ্জ বিনষ্ট হয়। সেকারণ রাত্রিতে হ'লেও ১০ই যিলহাজ্জ তারিখেই এটা সম্পন্ন করা উচিত। নইলে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যে অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩ই যিলহাজ্জের মধ্যে সম্পন্ন করা উত্তম।

উল্লেখ্য যে, যিলহাজ্জ মাসের পুরাটাই হজ্জের মাস সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ মাসের মধ্যেই 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ এ মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে তার হজ্জ হয়ে যাবে। তবে কাফফারা স্বরূপ ফিদ্ইয়া দিতে হবে। ঋতুর আশংকাকারী মহিলাগণ এ সময় ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে সাময়িকভাবে ঋতুরোধ করে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' সেরে নিতে পারেন। 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' শেষে সেদিনই মিনায় ফিরে এসে রাত্রিযাপন করবেন।

মিনায় ৪টি কাজ

১০ই যিলহাজ্জ সকালে মুযদালিফা থেকে মিনায় পৌঁছে মোট চারটি কাজ পর্যায়ক্রমে করতে হয়।

(১) বড় জামরায় কংকর মারা

(২) কুরবানী করা

(৩) মাথা মুন্ডন করা অথবা সমস্ত চুল ছোট করা। টাকমাথা যাদের তারাও মাথায় ক্ষুর দিবেন। এসময় সকলের জন্য গোফ ছাঁটা ও নখ কাটা মুস্তাহাব।

(৪) মক্কায় গিয়ে ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ’ করা। তবে এ কাজগুলির কোনটি আগপিছ হয়ে গেলে তাতে কোন দোষ নেই।

যেমন কেউ কংকর মারার আগেই ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ’ করল অথবা আগেই মাথা মুন্ডন করল ও পরে কুরবানী করল এবং শেষে কংকর মারল, তাতে কোন দোষ নেই। উল্লেখ্য যে, কুরবানী মিনা ছাড়া মক্কাতে এসেও করা যায়। কেননা মক্কা, মিনা, মুযদালিফা, আযীযিয়াহ সবই হারামের অন্তর্ভুক্ত। তবে আরাফাত নয়।

তামাত্তু হাজীগণ ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ’ করার পর সাঈ করবেন। অতঃপর পূর্ণ হালাল হবেন। এর কারণ এই যে, প্রথম ত্বাওয়াফ ও সাঈ ছিল ওমরাহর জন্য। কিন্তু এবারেরটা হ’ল হজ্জের জন্য। ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় এসে ‘ত্বাওয়াফে কুদূম’-এর

সময় সাঈ করে থাকলে এখন আর সাঈ করতে হবে না। কেবল ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ’ করেই হালাল হয়ে যাবেন।

কুরবানী (الأضحية)

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্রকে নিজ হাতে কুরবানী দেওয়ার ও পুত্রের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় তা বরণ করে নেওয়ার অনন্য আত্মোৎসর্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত হ’তে প্রেরিত দুম্বার ‘মহান কুরবানী’র পুণ্যময় স্মৃতিকে ধারণ করেই কুরবানী অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। যাতে মুসলমান সর্বদা দুনিয়াবী মহববতের উপরে আল্লাহর মহববতকে স্থান দিতে পারে। প্রায় চার হাযার বছর পূর্বে এই দিনে এই মিনা প্রান্তরেই সেই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল।

(ক) কুরবানী তাই মিনা সহ ‘হারাম’ এলাকার মধ্যেই করতে হয়, বাইরে নয়। যদি কেউ ‘হারাম’ এলাকার বাইরে আরাফাতের ময়দান বা অন্যত্র কুরবানী করেন, তবে তাকে হারামে এসে পুনরায় কুরবানী দিতে হবে। সামর্থ্য না থাকলে ফিদ্ইয়া স্বরূপ হজ্জের মধ্যে ৩টি ও বাড়ী ফিরে ৭টি মোট ১০টি ছিয়াম পালন করতে হবে।

(খ) হাজী সাহেব সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে মিনার বাজার থেকে নিজের কুরবানীর পশু খরিদ করে কসাইখানায় যবেহ করে গোশত কেটে নিয়ে আসতে পারেন।

কুরবানীর পশু সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও ত্রুটিমুক্ত হ'তে হবে। কুরবানী করার সময় উট হ'লে দাঁড়ানো অবস্থায় 'হলকূমে' অর্থাৎ কণ্ঠনালীর গোড়ায় অস্ত্রাঘাত করে রক্ত ছুটিয়ে দিবেন, যাকে 'নহর' করা বলা হয়। আর গরু বা দুম্বা-বকরী হ'লে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে বামকাতে ফেলে ক্বিবলামুখী হয়ে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে দ্রুত 'যবহ' করবেন। তবে ক্বিবলামুখী হ'তে ভুলে গেলেও ইনশাআল্লাহ কোন দোষ বর্তাবে না। নহর বা যবহ কালে নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّى-

'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার; আল্লা-হুম্মা মিন্কা ওয়া লাকা, আল্লা-হুম্মা তাক্বাববাল মিন্নী'।

অর্থ: 'আল্লাহর নামে কুরবানী করছি। আল্লাহ সবার বড়। হে আল্লাহ! এটি তোমারই তরফ হ'তে প্রাপ্ত ও তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। হে আল্লাহ! তুমি এটি আমার পক্ষ থেকে কবুল কর'। অন্য কোন পুরুষের পক্ষ থেকে হ'লে বলবেন 'মিন ফুলা-ন' এবং মহিলার পক্ষ থেকে হ'লে বলবেন 'মিন ফুলা-নাহ'।জন প্রতি একটি করে বকরী বা দুম্বা ও সাত জনে মিলে একটি গরু অথবা সাত বা দশজনে একটি উট কুরবানী দিতে পারেন।মেয়েরাও যবহ বা নহর করতে পারেন।

জানা আবশ্যক যে, নিজে কুরবানী করে পশুটিকে ফেলে রেখে আসা জায়েয নয়। বরং এতে গোনাহগার হ'তে হবে। কেননা কুরবানীর পশু আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবহ করা হয় এবং তা অত্যন্ত

সম্মানিত। অতএব তাকে যত্নের সাথে কুটাবাছা করতে হবে, নিজে খেতে হবে, অন্যকে দিতে হবে এবং ফকীর-মিসকীনের মধ্যে অবশ্যই বিতরণ করতে হবে। নিজে না পারলে বিশ্বস্ত কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে। বর্তমানে ব্যাংকে কুরবানী বাবদ নির্ধারিত টাকা জমা দিলে হাজী ছাহেবের পক্ষে তারাই অর্থাৎ সঊদী সরকার উক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সরকার অনুমোদিত সংস্থা সমূহের লোকেরা উক্ত হাজীর নামে মিনা প্রান্তরেই সরকারী কসাইখানায় গিয়ে যবহ বা নহর করে থাকে। অতঃপর এগুলো মেশিনের সাহায্যে ছাফ করে আস্ত বা টুকরা করে ফ্রিজে রেখে মোটা পলিথিনে মুড়িয়ে বিভিন্ন দেশে গরীবদের মাঝে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহের সরকারের নিকটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অতএব মিনা প্রান্তরে মসজিদে খায়েফ-এর নিকটবর্তী সেলুন এলাকার সামনে বা অন্যত্রে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাংক কাউন্টারে কুরবানী বা হাদ্ই বাবদ নির্ধারিত 'রিয়াল' জমা দিয়ে রসিদ নিলেই কুরবানীর দায়িত্ব শেষ হ'ল বলে বুঝতে হবে। কুরবানী শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই।

(গ) কুরবানীর পশু কেনার সামর্থ্য না থাকলে তার পরিবর্তে দশটি ছিয়াম পালন করতে হবে। তিনটি হজ্জের মধ্যে (৯ই যিলহাজ্জের পূর্বে অথবা ১০ই যিলহাজ্জের পরে) এবং বাকী সাতটি বাড়ী ফিরে (সূরা আল-বাকারাহ:১৯৬)।

১০ই যিলহাজ্জ কুরবানীর দিন ও পরবর্তী আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন সকলের জন্য ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ। তবে ফিদ্ইয়ার তিনটি ছিয়াম এ তিনদিন রাখা যায়।

(ঘ) উল্লেখ্য যে, ১০ই যিলহাজ্জ তাকবীর সহ কংকর নিক্ষেপ করা ঈদুল আযহার তাকবীর ও ছালাতের স্থলাভিষিক্ত। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের এদিন কংকর নিক্ষেপের পর সকলের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিয়েছেন। যেমন তিনি মদীনায় থাকা অবস্থায় ঈদের ছালাতের পর খুৎবা দিতেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন মিনাতে ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করেননি, সেহেতু তা আদায় করা হয় না। তবে (ঙ) এ দিন বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে ঈদের তাকবীর ‘আল্লাহু আকবর, আল্লাহ আকবর, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; আল্লা-হু আকবর, আল্লা-হু আকবর, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ’ (আল্লাহ সবার বড়, আল্লাহ সবার বড়। নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ সবার বড়, আল্লাহ সবার বড়, আর আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা) বারবার পড়া উচিত।

মিনায় অবস্থান (المبيت بمنى)

১১, ১২, ১৩ই যিলহাজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব-এর তিনদিন মিনায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। এ সময় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে মসজিদে খায়েফে আদায় করা উত্তম। ছালাত ক্বছর করা ও পূর্ণ পড়া দু'টিই জায়েয। ইমাম যেভাবে পড়েন, সেভাবেই পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সময় প্রতি রাতে কা'বা যেয়ারত করতেন ও ত্বাওয়াফ করে ফিরে আসতেন। প্রথম রাতে মিনায় থেকে শেষ রাতেও মক্কা যাওয়া যায়। মিনায় রাত্রি যাপন না করলে তাকে ফিদ্ইয়া স্বরূপ একটি কুরবানী দিতে হবে। ৮ই যিলহাজ্জ দুপুর হ'তে ১৩ই যিলহাজ্জ মাগরিব পর্যন্ত গড়ে ৫ দিন মিনায় ও মুযদালিফায় অবস্থান করতে হয়। অবশ্য ১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্বেও মিনা থেকে মক্কায় ফিরে আসা জায়েয আছে। অনেকে মিনায় না থেকে মক্কায় এসে রাত্রি যাপন করেন ও দিনের বেলায় মিনায় গিয়ে কংকর মারেন। বাধ্যগত শারঈ ওযর ব্যতীত এটি করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। যদি কেউ এটা করেন, তবে তাকে ফিদইয়া স্বরূপ একটি কুরবানী দিতে হবে।

আরাফায় অবস্থান

৯ই যিলহাজ্জ 'আরাফার ময়দানে অবস্থান করা পবিত্র হাজ্জর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফারয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরাফায় অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন: (الحج عرفة)

'আরাফায় অবস্থানই হলো হজ্জ। অর্থাৎ 'আরাফায় অবস্থান না করলে হজ্জ হবে না। আর ৯ই যিলহাজ্জ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 'আরাফায় এসে অবস্থান নিয়ে নিতে পারলেই তার হজ্জ হয়ে যাবে। 'আরাফায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত বাণী অত্যন্ত তাৎপর্য পূণ। অর্থাৎ কেউ যদি হজ্জের অন্য সকল রুকন যথাযথরূপে আদায় করে, কিন্তু যথাসময়ে 'আরাফায় অবস্থান করতে ব্যাথ হয় তাহলে তার হজ্জ হবে না। এমনকি 'আরাফায় অবস্থানের আগে পর্যন্ত হাজ্জের যেসকল আহকাম পালন করতে হয় সেগুলোও যদি কেউ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলেও তার হজ্জ হয়ে যাবে, যদি সে যথারীতি 'আরাফায় উপস্থিত হতে পারে এবং পরবর্তী সকল আহকাম ঠিকমত পালন করতে সামর্থহয়। এ কারণেই যারা মুফরিদ হাজী তাদের বেলায় বিধান হলো তারা ৯ই যিলহাজ্জ সরাসরি 'আরাফার ময়দানে এসে অবস্থান নিতে পারলেই তারা হজ্জ পেয়ে গেল।

'আরাফার দিন হলো سيد أيام السنة বা বছরের সেরা দিন। রাত সমূহের মধ্যে যেমন কাদরের রাত সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান, দিনসমূহের মধ্যেও তেমনি 'আরাফার দিন সর্বাপেক্ষা মর্যাপূর্ণ। তাছাড়া হজ্জের দিনসমূহের মধ্যেও গুরুত্বের বিবেচনায় 'আরাফার দিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই 'আরাফার দিনকে يوم الحج (ইয়াওমুল হাজ্জ) বা হজ্জের দিন বলা হয়। ৯ তারিখ সূর্যোদয়ের পর হাজী সাহেবগণ মিনা থেকে 'আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবেন। কেননা সেদিন যোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'আরাফায় অবস্থান করা ফারয।

'আরাফায় অবস্থানের ক্ষেত্রে কোন কোন হাজী যেসকল ভুলের শিকার হন:

এক. পুরো সময়ব্যাপী 'আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান করা এবং সেখান থেকেই সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা: যারা ময়দানের বাইরেই সবটা সময় অবস্থান করেন; কিছু সময়ের জন্যও 'আরাফার সীমানায় প্রবেশ করেন না তাদের হাজ্জ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "'আরাফার অবস্থানই হজ্জ"।

দুই. 'আরাফায় যাওয়ার সময় কিংবা 'আরাফায় অবস্থানকালে জোরে জোরে তালবিয়াহ পাঠ না করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জোরে তালবিয়াহ পাঠ করেছেন এবং সাহাবীদেরকেও অনুরূপ আদেশ দিয়েছিলেন।

তিন. জাবালে রাহমাত নামে পরিচিত পাহাড়ের দিকে ফিরে দু'আ করতে মরিয়া হয়ে উঠা। সঠিক বিষয় হলো কিবলামুখী হয়ে মহান রবের কাছে দু'আ করতে থাকা। এতে জাবালে রাহমাত সামনে থাকুক কিংবা না থাকুক।

চার. 'আরাফার পবিত্র দিনে বেহুদা গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদিতে সময় নষ্ট করা। এমনকি কেউ কেউ এই মহান দিনে গীবত চর্চার মত জঘন্য পাপাচারেও লিপ্ত হয়ে যান, যা এমনিতেই হারাম। তাছাড়া যেসব পরিস্থিতিতে এবং যাদের কাছে গীবত করা যায়, তাও এই মহান

দিনের মর্যাদার সাথে যায় না এবং এটি হজ্জের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

পাঁচ. সূর্যাস্তের অনেক আগেই 'আরাফার শেষ প্রান্তে গিয়ে অবস্থান নেয়া এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা। তাড়াতাড়ি 'আরাফাহ ত্যাগের উদ্দেশ্যে এরূপ করা উচিত নয়। বরং সূর্যাস্তের পর রাতের অল্প কিছু অংশ হলেও অবস্থান করে তারপর মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা উচিত। কারণ দিনে অবস্থান করে সূর্যাস্তের পর রাতেরও অল্প কিছু অংশ অবস্থান করা ওয়াজিব। দুপুরে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলার পর থেকে 'আরাফায় অবস্থানের প্রকৃত সময় শুরু।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের মতে, সেদিনের সকালের ফাজর উদিত হওয়া থেকেই এ সময় শুরু হয়। আর এর শেষ সময় হলো 'আরাফার দিবাগত রাত্রির ফাজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সে হিসেবে কেউ অনিবার্য কারণবশত: দিনের বেলায় 'আরাফায় যেতে না পারলে রাতের কিছু অংশ 'আরাফায় অবস্থান করে গিয়ে বাকী অংশ মুযদালিফায় অবস্থান করতে পারলেও হজ্জ হয়ে যাবে। এ মতের পক্ষে তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসাঈর বর্ণনা রয়েছে।

'আরাফার দিনের বিশেষ দু'আ

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

خير الدعاء دعاء يوم عرفة . وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير.

সর্বোত্তম দু'আ হলো 'আরাফার দিনের দু'আ। আর সর্বোত্তম যে দু'আ আমি এবং আমার পূর্বেকার নাবীগণ পাঠ করেছেন তা হলো- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইইন কাদীর। (তিরমিযী ৩৫৮৫)

'আরাফার দিনের বিশেষ আমলসমূহ

'আরাফার দিনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো দু'আ ও ইস্তিগফার।

নোট